সিলেট সিটি কর্পোরেশন
নগর ভবন, সিলেট।

শেখ হাসিনার মূলনীতি গ্রাম শহরের উন্নতি

সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	: জনাব আরিফুল হক চৌধুরী মেয়র সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
সভার স্থান	: সিলেট সিটি কর্পোরেশন সভা কক্ষ
সভার তারিখ	: ৩০ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিঃ
সময়	: বেলা ১১:০০ ঘটিকা
আয়োজনে	: সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যবৃন্দের তালিকাঃ পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য

সভাপতি পরিষদের শেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি বলেন দীর্ঘ পথচলায় পরিষদের সবার কাছ থেকে সহযোগীতা পাওয়ায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। তিনি বলেন সাবেক অর্থমন্ত্রী মরহম আবুল মাল আব্দুল মুহিত, পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব এ কে আব্দুল মোমেন, জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসনসহ সর্বস্তরের জনগনের যেভাবে সহযোগীতা পেয়েছেন তার জন্য তিনি সবার কাছে ঋণী। অতঃপর তিনি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা-কে সভা পরিচালনা করার জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ আলী, ইমাম, নগর ভবন মসজিদ এবং পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করেন জনাব জ্যোতিষ চক্রবর্তী, সহকারী কর কর্মকর্তা (চঃ দাঃ), কর আদায় শাখা। অতঃপর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিম্নরূপ আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভা পরিচালনা করেন।

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে	মন্তব্য
০১	**আলোচনা-১ শোকপ্রস্তাব সংক্রান্ত আলোচনা।** সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ৭নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব আফতাব হোসেন খান-এর মাতা হাসনা বেগম, সিলেট নগরীর মুন্সিপাড়া নিবাসী ও হযরত শাহজালাল (র.) দরগাহ মাদ্রাসার সাবেক হিসাব রক্ষক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহম বজলুর বাছিতের বড় ছেলে সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তা, ৩নং ওয়ার্ডের আওয়ামীলীগের সাবেক সহ-সভাপতি মুন্সিপাড়া জামে মসজিদ কমিটির উপদেষ্টা ও মুন্সিপাড়া পঞ্চায়েত কমিটির সাধারণ সম্পাদক আক্তার বাছিত সুজা, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহ সভাপতি ও সিলেট জেলা জেএসডি'র সাবেক সভাপতি, গোয়াইনঘাট উপজেলার রুস্তমপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান, প্রবীণ রাজনীতিবিদ মনির উদ্দিন মাস্টার, সিলেট নগরীর টিলাগড় রাজপাড়ার বাসিন্দা বিশিষ্ট সাংবাদিক সমাজকর্মী ছমর উদ্দিন মানিক,	উপস্থাপিত শোক প্রস্তাব গ্রহণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	

	সিলেট ও সুনামগঞ্জের ক্রীড়াঙ্গনের পরিচিত মুখ কৃতি ফুটবলার রাগীব-রাবেয়া বাংলাদেশ স্পোর্টস একাডেমীর সহকারী পরিচালক (ইনচার্জ) মোঃ জমিরুল হক তালুকদার, জামায়াতে ইসলামীর সাবেক নায়েবে আমীর, বিশিষ্ট মুফাসসিরে কুরআন ও সাবেক এমপি আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, সিলেট নগরীর ১১নং ওয়ার্ডের ভাতালিয়া নিবাসী যুদ্ধাহত বীরমুক্তিযোদ্ধা মরহুম আব্দুল মন্নান এর সহধর্মিনী সিদ্দেকুন্নেছা, সিলেটের প্রতিশ্রুতিশীল সঙ্গীতশিল্পী ও প্রশিক্ষক কৃষ্ণ বিশ্বাস (শাহরিয়ার হোসাইন ইমন), নগরীর কাজিটুলা মক্তবগলি এলাকার বাসিন্দা, সিলেটের ঐতিহ্যবাহী শাহী ঈদগাহ ও কাজিটুলা জামে মসজিদের মোতওয়াল্লি জহির বক্স, বাংলাদেশ ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম পরিচালক ও বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব সিলেটের প্রাক্তন সভাপতি মোঃ আবুল হাসান, বিশ্ব নিম্বার্ক পরিষদ সিলেট জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক হরিশ চন্দ্র পাল, সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী ও মাদারীপুর-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আবুল হোসেন, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা, সাবেক সচিব, অগ্রণী ও জনতা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান, সিলেটের কৃতি সন্তান ইমাম উদ্দিন আহমদ চৌধুরী, মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির প্রো ভাইস চ্যান্সেলর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর শিবপ্রসাদ সেন এবং বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান কবি আসাদ চৌধুরী-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা জানানো হয়।			
০২	**আলোচনা-২ গত ০৭ আগস্ট ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।** গত ৭ আগস্ট ২০২৩ এর সাধারণ সভার আলোচনা ২ এর ৩নং সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জনাব চন্দন দাশ ও জনাব রমিজ মিয়া পরিষদের নিকট নিশর্ত ক্ষমা ও স্বপদে পুর্নবহাল চেয়ে আবেদন দাখিল করেন। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা তদন্ত রিপোর্ট পরিষদকে পড়ে শুনান। কাউন্সিলর ফরহাদ চৌধুরী বলেন আবেদনে তারা ভুল স্বীকার করেছে কিনা তা দেখা দরকার। তাছাড়া তাদেরকে OSD এবং শাস্তি হিসাবে অন্যত্র বদলীও করা হয়েছে। এ অবস্থায় আবার পুনরায় শাস্তি দেয়া যাবে কিনা বিষয়টি ভেবে দেখার অনুরোধ জানান। কাউন্সিলর জনাব মোঃ তৌফিক বকস বলেন যেহেতু অদ্যাবধি শাস্তি প্রদান করা হয়েছে তথাপি তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী পুনরায় শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা ও	১। জনাব রমিজ মিয়া-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী তাকে সতর্ক করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ২। জনাব চন্দন দাশকেও তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে তদন্তের প্রক্রিয়া অনুযায়ী নিস্পত্তির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ২। প্রধান প্রকৌশলী ৩। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা	

	সভাপতি বলেন UNICEF অর্থায়নে পরিচালিত MACP প্রজেক্টের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এর কার্যক্রম চলমান রাখা এবং এ প্রকল্পে কর্মরত সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের বেতন ভাতা কর্পোরেশনের নিয়মানুযায়ী প্রদানের প্রস্তাব দেন।			
০৫	**আলোচনা-৫ সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র বিষয়ক আলোচনা।** প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা শিশু জন্ম নেয়ার এক বছরের মধ্যে জন্ম নিবন্ধন করার কথা বলেন। সকল কাউন্সিলরদের এ বিষয়ে সহযোগীতা কামনা করেন। সার্ভার জটিলতার কারণে সেবা গ্রহিতাদের সঠিক সময়ে জন্ম নিবন্ধন প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। কাউন্সিলর জনাব মোঃ তৌফিক বকস বলেন ২ জন করে টিকাদান কর্মী নিয়োগ প্রদান এবং সীমান্তিককে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন নিয়ে আসার প্রস্তাব দেন। কাউন্সিলর জনাব এস এম শওকত আমীন তৌহিদ বলেন ১ জন করে টিকাদান কর্মী নিয়োগ করার প্রস্তাব দেন এবং টিকাদান কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয়দের প্রাধান্য দেয়ার অনুরোধ জানান। কাউন্সিলর জনাব মোঃ আজাদুর রহমান আজাদ মেডিকেল/ক্লিনিকের সাথে আলোচনা করে বাচ্চা জন্মের পরপরই জন্মনিবন্ধন করার বিষয়ে নির্বাহী আদেশ দানের পরামর্শ দেন। কাউন্সিলর জনাব রেজওয়ান আহমদ বলেন মাঠ পর্যায়ে নিযুক্ত স্বাস্থ্য কর্মীদের কাজে অনেক অভিযোগ পাওয়া যায়। তিনি এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভাপতি বলেন ৯টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে শুধুমাত্র ১জন প্যারাডেমিক দ্বারা পরিচালিত হয়। এর ফলে সেবাগ্রহিতাদের পরিপূর্ণ সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে না। তাই প্রতিটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা-কেন্দ্রে নুন্যতম ১ জন করে স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ প্রদান করলে এর কার্যক্রম নিরবিচ্ছিন্নভাবে পরিচালনা করা সম্ভব। তিনি বলেন সার্ভার জটিলতার কারণে জন্ম নিবন্ধন দেরী হচ্ছে বিষয়টি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নগরবাসীকে জানানো প্রয়োজন। সীমান্তিককে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের আওতায় নিয়ে আসার প্রস্তাব দেন।	১। প্রতিটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে নুন্যতম ১ জন করে স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ প্রদান করে কার্যক্রম নিরবিচ্ছিন্নভাবে পরিচালনা করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ২। সার্ভার জটিলতার কারণে জন্ম নিবন্ধন দেরী হচ্ছে বিষয়টি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নগরবাসীকে জানানোর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ৩। সীমান্তিককে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের আওতায় নিয়ে আসার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	

০৬	**আলোচনা-৬ মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট এবং মাননীয় জেলা জজ কোর্টে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নিয়োগকৃত বিজ্ঞ আইনজীবিগণের সম্মানী বৃদ্ধি সংক্রান্ত আলোচনা।** আইন কর্মকর্তা বলেন মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নিয়োগকৃত প্রতি বিজ্ঞ আইনজীবি প্রতিটি শুনানী বাবদ ফি ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পাওয়ার কথা থাকলেও ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করার পর তাঁরা ৩৭,৫০০/- (সাঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশত) টাকা পান। এছাড়া মাননীয় জেলা জজ আদালত, সিলেট এ সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নিয়োগকৃত বিজ্ঞ আইনজীবি মামলা সংক্রান্ত প্রতিটি হাজিরা/সাবকাস/দরখাস্ত শুনানী বাবদ ফি ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা এবং আইনজীবি সহকারী (মহরী) প্রতিটি হাজিরা/সাবকাস/দরখাস্ত শুনানী বাবদ ফি ১০০/- (একশত) টাকা প্রাপ্ত হন যা বর্তমানে প্রেক্ষাপটে নগণ্য হওয়ায় আইজীবি এবং আইনজীবি সহকারী (মহরী) তাদের ফি বাড়ানোর কথা বলেছেন বলে তিনি পরিষদকে অবহিত করেন। সভাপতি বলেন বিজ্ঞ আইনজীবিদের প্রতিটি শুনানী বাবদ ফি ভ্যাট ও আয়কর কর্তন পরবর্তী ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা, মামলা সংক্রান্ত প্রতিটি হাজিরা/সাবকাস/দরখাস্ত শুনানী বাবদ ফি ১০০০/- (এক হাজার) টাকা এবং আইনজীবি সহকারী (মহরী) প্রতিটি হাজিরা/সাবকাস/দরখাস্ত শুনানী বাবদ ফি ৩০০/- (তিনশত) টাকা প্রদানের প্রস্তাব দেন। উপস্থিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দ একমত পোষন করেন।	বিজ্ঞ আইনজীবিদের প্রতিটি শুনানী বাবদ ফি ভ্যাট ও আয়কর কর্তন পরবর্তী ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা, মামলা সংক্রান্ত প্রতিটি হাজিরা/সাবকাস/দরখাস্ত শুনানী বাবদ ফি ১০০০/- (এক হাজার) টাকা এবং আইনজীবি সহকারী (মহরী) প্রতিটি হাজিরা/সাবকাস/দরখাস্ত শুনানী বাবদ ফি ৩০০/- (তিনশত) টাকা প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও আইন কর্মকর্তা	
০৭	**আলোচনা-৭ সিলেট সিটি কর্পোরেশনের স্বার্থে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট বিভাগে মামলার প্রয়োজনে নিয়োজিত সিনিয়র আইনজীবিগণের সম্মানী নির্ধারণ সংক্রান্ত আলোচনা।** আইন কর্মকর্তা মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলার প্রয়োজনে কর্পোরেশন কর্তৃক নিয়োগকৃত প্যানেলভুক্ত আইনজীবি বা কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবি অথবা বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবিদের সমন্বয়ে বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবি প্যানেল গঠনপূর্বক সংশ্লিষ্ট মামলায় যুক্ত করতে পারেন। এ নিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি সিনিয়র বিজ্ঞ আইনজীবি প্রতিটি শুনানীতে ফি বাবদ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা পাওয়ার কথা থাকলেও ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করার পর তাঁরা ৩,৭৫,০০০/- (তিন লক্ষ পচাত্তর হাজার)	প্রতি সিনিয়র বিজ্ঞ আইনজীবি প্রতিটি শুনানীতে ফি বাবদ ভ্যাট ও আয়কর কর্তন পরবর্তী ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা প্রদানের এবং জরুরী প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে অগ্রিম বা মামলার শুনানী পরবর্তী দাখিলকৃত বিলের মাধ্যমে পরিশোধ করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও আইন কর্মকর্তা	

	টাকা পান। অগ্রিম বা মামলার শুনানী পরবর্তী বিলের মাধ্যমে সিনিয়র বিজ্ঞ আইনজীবি প্রতিটি শুনানীতে ফি বাবদ ভ্যাট ও আয়কর কর্তন পরবর্তী ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা প্রদানের অনুরোধ জানান। সভাপতি প্রতি সিনিয়র বিজ্ঞ আইনজীবি প্রতিটি শুনানীতে ফি বাবদ ভ্যাট ও আয়কর কর্তন পরবর্তী ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা প্রদানের প্রস্তাব দেন। জরুরী প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে অগ্রিম বা মামলার শুনানী পরবর্তী দাখিলকৃত বিলের মাধ্যমে পরিশোধ করারও প্রস্তাব দেন। এতে উপস্থিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দ একমত পোষণ করেন।			
০৮	**আলোচনা-৮ সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মামলা সংক্রান্ত ব্যয় পরবর্তী উদ্ধারকৃত সম্পত্তির ভোগ দখল ও ব্যবহার সংক্রান্ত আলোচনা।** কাউন্সিলর জনাব মোঃ তৌফিক বকস বলেন এ বিষয়ে পূর্বেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক সম্পত্তি উদ্ধার করা হলেও মনিটরিং না থাকায় আবার বেদখল হয়ে যায়। তিনি এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে কঠোর নজরদারীর অনুরোধ জানান। সভাপতি বলেন সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত মহামূল্যবান সম্পত্তিপ্রাপ্ত তা সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলরসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তদারকির মাধ্যমে দখলমুক্ত রেখে কর্পোরেশনের কল্যাণে ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রস্তাব দেন।	১। সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত মহামূল্যবান সম্পত্তিসমূহ সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলরসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তদারকির মাধ্যমে দখলমুক্ত রেখে কর্পোরেশনের কল্যাণে ব্যবহার নিশ্চিত করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ২। মামলা সংক্রান্ত সমুদয় ব্যয় নিয়ে পরবর্তী পরিষদের সভায় আলোচনার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও আইন কর্মকর্তা	
০৯	**আলোচনা-৯ ২৭ ওয়ার্ডের মধ্যে যেসকল ওয়ার্ডে সিসিটিভি লাগানো হয়নি সেসকল ওয়ার্ডে স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত আলোচনা।** তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ ও যান্ত্রিক) বৈদ্যুতিক খুটি স্থানান্তরের সময় অনেক ক্যামেরার লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় সিসিটিভি অকেজো হয়ে গেছে। পর্যাপ্ত বরাদ্দ না থাকায় নতুন করে সিসিটিভি স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে না। কাউন্সিলর জনাব মোঃ তৌফিক বকস বলেন তাঁর ওয়ার্ডে একটা দামী সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর কয়েকদিনের ভিতরই চুরি হয়ে যায়। এ বিষয়ে পরিষদকে অবহিত করেন। কাউন্সিলর জনাব রেজওয়ান আহমদ উন্নয়ন মেলার মাধ্যমে প্রচুর রাজস্ব আদায় হয়েছে। তা থেকে সিসিটিভি স্থাপনে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করার প্রস্তাব দেন।	পর্যাপ্ত বরাদ্দ পেলে নতুন সিসিটিভি স্থাপন করা হবে এবং পুরাতন সিসিটিভি রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ ও যান্ত্রিক)	

	সভাপতি সিসিটিভি সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিদ্যুৎ শাখাকে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার আহবান জানান।			
১০	**আলোচনা-১০ সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সম্প্রসারিত ওয়ার্ডসমূহে সড়ক বাতি স্থাপন বিষয়ে আলোচনা।** তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) বলেন সাইফ পাওয়ার টেক লিঃ পুষ্পা (জেভি) কর্তৃক সরবরাহকৃত লাইটের ব্যাপারে সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব শওকত আমীন তৌহিদ সাহেবের মৌখিক অভিযোগের প্রেক্ষিতে মাননীয় মেয়র মহোদয় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়কে সরবরাহকৃত লাইটগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য পত্র দিয়েছেন। যাহা তদন্তাধীন। তিনি আরো বলেন, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সড়ক বাতিতে দুই ধরনের লাইট ব্যবহার করা হয়। যথা টিউবলাই এবং এলইডি। ফ্লোরোসেন্ট টিউবলাইটে চক কয়েল এবং স্টার্টার ব্যবহার করা হতো এবং আউটডোরে তলনামুলকভাবে টেকসই ছিল। বর্তমানে ফ্লোরোসেন্ট টিউবলাইচ বাজারে নাই এবং উৎপাদনও হয় না। শুধুমাত্র এলইডি টিউবলাইট পাওয়া যায় যাহা ইনডোর ব্যবহারে টেকসই কিন্তু আউটডোর ব্যবহারে তেমন টেকসই নয়। প্রস্তুতকারক কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করে অভিযোগ দেয়া হয়েছে যাতে আউটডোর ব্যবহারে টেকসই বাল্ব প্রস্তুত করা হয়। এলআইডি লাইটগুলো দুই ধরণের হয়। একটি CEB (Chip on board) এবং অন্যটি SMD (Surface Mount Device) টাইপ। এলইডি লাইটের দুইট কম্পোনেন্ট ১টি চিপ এবং অন্যটি ড্রাইভার। যাহা বাংলাদেশে উৎপাদিত হয় না। স্থানীয় বাজারে চায়নার তৈরী নন ব্র্যান্ড পাওয়া যায়। মান তেমন উন্নত হয় না। ব্র্যান্ড এর তৈরীগুলো তাদের এজেন্টের মাধ্যমে নগদ টাকায় কিনতে হয়। মূল্য অত্যাধিক। রক্ষণাবেক্ষণ খাতে প্রয়োজনীয় মালামাল সংগ্রহের জন্য PPR অনুযায়ী OTM (Open Tender Method) goods পদ্ধতি অনুসরম করা হয়। ফলে ঠিকাদাররা কাজ পাওয়ার আশায় প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২০-৩৫% নিম্নে দর দাখিল করে। TEC কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সর্বনিম্ন দরদাতার অনুকূলে কার্যাদেশ দেয়া হয়। বাজেটের অভাবে এবং PPR অনুসরণ করতে সরাসরি ব্র্যান্ডের মালামাল সংগ্রহ করা যায় না। তিনি বলেন যেসব ওয়ার্ডসমূহে			

	সিসিটিভি স্থাপন করা হয়েছে সেসব ওয়ার্ডের সিসিটিভিসমূহের ওয়ারেন্টি পিরিয়ড অতিক্রান্ত হয়েছে। বিদ্যুতের পোল স্থানান্তরের কারণে সিসিটিভি এর লাইন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। মেরামতের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশের ক্রয় প্রক্রিয়াধীন।			
১১	**আলোচনা-১১ জমি ক্রয়/অধিগ্রহণ করে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের গাড়িসমূহ পার্কিংয়ের নিমিত্ত পার্কিং ইয়ার্ড স্থাপন বিষয়ে আলোচনা।** সভাপতি বলেন পারাইরচকে এসফল্ট প্লান্টের জন্য যে জায়গা কিনা হয়েছে সেখানে পার্কিং ইয়ার্ড স্থাপন করা যেতে পারে।	পারাইরচকে এসফল্ট প্লান্টের জন্য যে জায়গা কিনা হয়েছে সেখানে পার্কিং ইয়ার্ড ও ওয়ার্কশপ স্থাপনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	প্রধান প্রকৌশলী	
১২	**আলোচনা-১২ সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব গাড়িসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য নিজস্ব ওয়ার্কশপ/গ্যারেজ স্থাপন বিষয়ে আলোচনা।** সভাপতি বলেন পারাইরচকে এসফল্ট প্লান্টের জন্য যে জায়গা কিনা হয়েছে সেখানে ওয়ার্কশপ স্থাপন করা যেতে পারে।			
১৩	**আলোচনা-১৩ সিলেট সিটি কর্পোরেশনের যানবাহন ও যন্ত্রপাতি রুটিন মেরামত কাজে (Frame work) যন্ত্রাংশ সরবরাহকারী নিয়োগ সংক্রান্ত আলোচনা।** তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ ও যান্ত্রিক) বলেন গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য Frame work করে কাজ করলে ভাল হয়। সভাপতি ১০ বছরের মধ্যে কেন এ বিষয়ে জানানো হয়নি তা জানতে চান। কতটি যানবাহন অকেজো আছে তার তালিকা প্রস্তুত করার কথা বলেন।	অকেজো যানবাহনের তালিকা প্রস্তুতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।		
১৪	**আলোচনা-১৪ কদমতলী কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এবং ধোপাদিঘীরপাড় ওয়াকওয়ে যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাসহ রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে আলোচনা।** কাউন্সিলর জনাব মোঃ তৌফিক বকস বলেন কদমতলী কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এবং ধোপাদিঘীরপাড় ওয়াকওয়ে ইজারাদাররা সঠিকভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে না। সকল প্রকল্প পরিষ্কার রাখতে ইজারাদারদের সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নজরদারীর আওতায় আনতে হবে। কাউন্সিলর জনাব ফরহাদ চৌধুরী ধোপাদিঘীরপাড় ওয়াকওয়ের ইজারা বাতিল করে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন নিয়ে আসার প্রস্তাব দেন। সভাপতি বলেন যাদেরকে ইজারা দেয়া হয়েছে তারা সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করছে না। তিনি এর	১। ইজারাদাররা কদমতলী কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এবং ধোপাদিঘীরপাড় ওয়াকওয়ে সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সিদ্ধান্ত হয়। ২। প্রয়োজনে বাস টার্মিনালে সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক শ্রমিক নিয়োগ দেয়ার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	প্রধান প্রকৌশলী	

	প্রয়োজনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার কথা বলেন। বাস টার্মিনালে শ্রমিক নিয়োগ এবং অন্যান্য সৌন্দর্য্য বর্ধন এলাকায় অভিযান পরিচালনার প্রস্তাব দেন।			
১৫	**আলোচনা-১৫ করেরপাড়া ওয়াকওয়ে ইজারা প্রদান সংক্রান্ত আলোচনা।** করেরপাড়া ওয়াকওয়ে ইজারা প্রদানের বিষয়ে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ একমত পোষণ করেন।	করেরপাড়া ওয়াকওয়ে ইজারা প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	প্রধান প্রকৌশলী	
১৬	**আলোচনা-১৬ বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ সংক্রান্ত আলোচনা।** জনাব এস এম শওকত আমীন তৌহিদ সিলেট সিটি কর্পোরেশনের প্রডাকশন টিউবওয়েল হতে পর্যাপ্ত পানি উত্তোলন করা হলেও জনসাধারণ কেন পানি পান না সে বিষয়ে জানতে চান। তিনি ফ্লোমিটার দিয়ে পানির পরিমাণ নির্ধারণ না করে কেন ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে পরিমাপ করা হয় তা জানতে চান। জনাব মোঃ সিকন্দর আলী বলেন পৌরসভা আমল থেকেই তাঁর ওয়ার্ডে পানি সংকট। এর সমাধান কবে নাগাদ পাওয়া যাবে তা জানতে চান। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পানি) বলেন পানি সরবরাহ শাখায় যে পরিমাণ জনবল আছে তা ওয়াসার জনবল কাঠামো অনুযায়ী পর্যাপ্ত নয়। যার ফলে নগরে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ সম্ভব হচ্ছে না। সভাপতি পানি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রস্তাব দেন।	এ বিষয়ে পানি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পানি)	
১৭	**বিবিধ আলোচনা-১** কাউন্সিলর জনাব মোঃ তৌফিক বকস বলেন মেয়র মহোদয়ের দীর্ঘ ১০ বছর নগরের উন্নয়নে অক্লান্ত পরিশ্রমকে সম্মান জানিয়ে তাঁর নামে চত্বর বা সড়কের নামকরণ করার অনুরোধ জানান। তিনি মুক্তিযোদ্ধা চত্বর থেকে ক্বীনব্রিজ পর্যন্ত সড়ক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী সড়ক নামকরণের প্রস্তাব দেন। কাউন্সিলর জনাব মোঃ আজাদুর রহমান আজাদ বলেন কোর্ট পয়েন্ট থেকে চৌহাট্টা পর্যন্ত ২ ওয়ে করায় জিন্দাবাজার এলাকার যানজট এখন অনেকাংশে কমে গেছে। তিনি কোর্ট পয়েন্ট থেকে চৌহাট্টা পয়েন্ট পর্যন্ত রাস্তা মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী সড়ক নামকরণের প্রস্তাব দেন। কাউন্সিলর জনাব মোঃ মখলিছুর রহমান কামরান পাঠানটুলা ফুলকলি সংলগ্ন চত্বর মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী চত্বর নামকরণের প্রস্তাব দেন।	কোর্ট পয়েন্ট থেকে চৌহাট্টা পয়েন্ট পর্যন্ত সড়ক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী সড়ক, চৌহাট্টা থেকে নয়াসড়ক পয়েন্ট পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধা আখতার আহমদ সড়ক, মুক্তিযোদ্ধা চত্বর থেকে ক্বীনব্রিজ পর্যন্ত মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী সড়ক এবং পাঠানটুলা চত্বর মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী চত্বর নামকরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রধান প্রকৌশলী	

১৮	**বিবিধ আলোচনা-২** কাউন্সিলর জনাব মোঃ মখলিছুর রহমান কামরান বলেন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব শামসুল হক পাটোয়ারী এবং নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব আব্দুস সোবহানকে অবসর গ্রহণের সময় হয়ে গেছে। তিনি তাদেরকে অবসর গ্রহণের পরও সিলেট সিটি কর্পোরেশনের কাজ করার অনুমতি প্রদানের অনুরোধ জানান।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব শামসুল হক পাটোয়ারী এবং নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব আব্দুস সোবহানকে অবসর গ্রহণের পর সিলেট সিটি কর্পোরেশনে কাজ করার অনুমতি প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	
১৯	**বিবিধ আলোচনা-৩** সভাপতি বলেন দীর্ঘ ১০ বছরে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করতে যেয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে। উক্ত পরিশ্রমের অংশীদার হিসেবে মাস্টাররোলে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং শ্রমিকদের অবদান অনস্বীকার্য। শ্রমিকরা রাজস্ব খাত হতে বেতন ভাতা পায় না। শ্রমিকদের দৈনিক মজুরী ৩৫০ টাকা। আর সুইপারদের মধ্যে ঝাড়ুদার, স্তুপে ময়লা জমার শ্রমিক, স্তুপ থেকে ময়লা উঠানোর শ্রমিক, নর্দমা শ্রমিক, জমাদার এবং আয়া (নগর ভবন)-দের মাসিক মজুরী যথাক্রমে ১২২৫ টাকা, ১৫৪০ টাকা, ১৬০০ টাকা, ১৩৪০ টাকা, ১৬৫০ টাকা এবং ৩৫০০ টাকা (১৩০ টাকা দৈনিক মজুরী হিসাবে)। বর্তমান বাজারের উর্ধ্বমুখী দ্রব্যমূল্যের তুলনায় শ্রমিক এবং সুইপারদের মজুরী অত্যন্ত কম। তাই উর্ধ্বমূখি দ্রব্যমূল্য ও মানবিক দিক বিবেচনা করে এবং তাদের কাজের স্পৃহা বৃদ্ধিতে তিনি মাস্টাররোলে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দৈনিক মজুরী ১০০ টাকা, শ্রমিকদের দৈনিক মজুরী ১০০ টাকা এবং সুইপারদের জন প্রতি মাসিক ১০০০ টাকা হারে বৃদ্ধির প্রস্তাব দেন।	ডিসেম্বর ২০২৩ হতে মাস্টাররোলে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দৈনিক মজুরী ১০০ টাকা, শ্রমিকদের দৈনিক মজুরী ১০০ টাকা এবং সুইপারদের জন প্রতি মাসিক ১০০০ টাকা হারে বৃদ্ধির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	

অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি দীর্ঘ ১০ বছরের পথচলায় যদি কোন ভুলত্রুটি বা তাঁর আচরণে কখনো কেউ মনে কষ্ট পেয়ে থাকেন তাহলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ জানান এবং সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে পরিষদসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সহযোগীতা পাওয়ায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(আরিফুল হক চৌধুরী)
মেয়র
সিলেট সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নং-৪৬.০৭.০০০০.০০৪.০৬.০০২.১৯.২৯১৭/১৮ তারিখঃ ০২.১১.২০২৩

সদয় অবগতির জন্যঃ

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট।
৩। পুলিশ কমিশনার, সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ, সিলেট।
৪। জেলা প্রশাসক, সিলেট।
৫। মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড, সিলেট।
৬। অধিনায়ক, র‍্যাব-৯, সিলেট।
৭-১১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপুর্ত অধিদপ্তর/সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর/জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তর/বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, সিলেট।
১২। পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সিলেট।
১৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, জাতীয় গৃহায়ন অধিদপ্তর, সিলেট।
১৪। উপ-পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, সিলেট।
১৬। উপ-পরিচালক, জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, সিলেট।
১৭। পরিচালক, বিআরটিএ, সিলেট।
১৮। ষ্টেশন ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, সিলেট।

02.11.23
(ফাহিমা ইয়াসমিন)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)
সিলেট সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নং-৪৬.০৭.০০০০.০০৪.০৬.০০২.১৯.২৯১৭/১৮/৩৬ তারিখঃ ০২.১১.২০২৩

সদয় অবগতির জন্যঃ

১। .....কাউন্সিলর
সংরক্ষিত/সাধারণ ওয়ার্ড নং.....সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

02.11.23
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)
সিলেট সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নং-৪৬.০৭.০০০০.০০৪.০৬.০০২.১৯.২৯১৭/১৮/৩৬(২৪) তারিখঃ ০২.১১.২০২৩

জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থেঃ

১। সচিব, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২। প্রধান প্রকৌশলী, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪। প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৫। মেয়রের সহকারী একান্ত সচিব, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৬-২৩।..... শাখা প্রধান, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২৪। সংশ্লিষ্ট নথি।

02.11.23
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)
সিলেট সিটি কর্পোরেশন

পরিশিষ্ট 'ক'

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দঃ (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে)

১। জনাব আব্দুল মুহিত জাবেদ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২। জনাব এস এম শওকত আমীন তৌহিদ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩। জনাব মোঃ সিকন্দর আলী, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪। জনাব মোঃ মখলিছুর রহমান কামরান, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৫। জনাব ফরহাদ চৌধুরী, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৬। জনাব সৈয়দ তৌফিকুল হাদী, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৭। জনাব মোঃ আব্দুর রকিব তুহিন, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৮। জনাব রাশেদ আহমদ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৯। জনাব মোঃ আজাদুর রহমান আজাদ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১০। জনাব মোহাম্মদ তৌফিক বকস, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১১। জনাব মোঃ ছয়ফুল আমিন বাকের, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১২। জনাব নজরুল ইসলাম মুনিম, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৩। জনাব মোস্তাক আহমদ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৪। জনাব মোঃ তারেক উদ্দিন, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৫। বেগম সালমা সুলতানা, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৬। বেগম রেবেকা বেগম, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৭। জনাব রেজওয়ান আহমদ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৮। জনাব তাকবির ইসলাম পিন্টু, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৯। জনাব এ বি এম জিল্লুর রহমান, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২০। জনাব ছালেহ আহমদ সেলিম, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২১। জনাব বিক্রম কর সম্রাট, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২২। জনাব রকিবুল ইসলাম ঝলক, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।